গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আয়োজনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ার আনন্দে মিছিলের আয়োজন করে।

আজ রবিবার (০১ ডিসেম্বর) রাতে মেহেরপুর বড় বাজার বিএনপি’র কার্যালয় থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে এই আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি সহ বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদলের সংবাদ সম্মেলন

কোটচাঁদপুর উপজেলার সদ্য গঠিত কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি বাতিল ও জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের সকল পদ থেকে অপসরনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা কৃষকদল। আজ রবিবার বিকেলে স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ের একটি কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,গেল ০৬-১১-২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বলেন, গেল ৫ই আগস্ট তারিখের পূর্বে যে সমস্ত নেতা-কর্মী হামলা মামলার শিকার হয়েছেন তাদেরকে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে দিবেন তিনি সেই কমিটি অনুমোদন করবেন। অথচ তিনি তা না করে গেল ২৮-১১-২০২৪ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সুপারিশবিহীন বিহীন শুধুমাত্র আহ্বায়কের স্বাক্ষরিত উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ পদে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের নামে ২০১৪ সাল হইতে একটি মামলাও হয়নি। এ ছাড়া ওই কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামের নামেও আওয়ামী দুঃশাসনের সময় কোন মামলা নাই বলে জানা গেছে। আর সদস্য সচিব আবুল কাসেম বাবু স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮ গ্রামের ইক্ষু সমবায় সমিতির জমি নিজের নামে রেস্ট্রি করে নেন বলে জনশ্রুতি আছে।

তিনি আরো বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ আছে দলের অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতিবাজ এবং সুবিধাবাদীদের ঠাঁই নাই।

অথচ জেলা আহবায়ক সজ্ঞানে জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দলের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতিবাজ এবং

বিশ্বাসঘাতক ওসমান আলীর জেলা কৃষক দলের আহবায়কের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কোটচাঁদপুরে সদ্য গঠিত আহবায়ক কমিটি বাতিলেরও দাবি করছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাস বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সম্পূন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা দল করতে এসেছি কারোর কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য নয়। দলের পিছনে টাকা খরচ করতে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলেন,আপনারা সমাজের দর্পন। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ নেন আমি কেমন মানুষ। বিগত দিনে দলের পিছনে নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি তিনি আরো বলেন, আমি তো মূল দলের কেউ না। আমি সামান্য দলেন অঙ্গ সংগঠন করি। আমাকে মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে আমার একার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন যোগ্য নয়।

পরে দলের নেতা-কর্মীরা কোটচাঁদপুর পোস্ট অফিস মোড় থেকে কৃষক দলের ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের দলীয় সকল পদ থেকে অপসারণ ও কোটচাঁদপুরের আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার মামলায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন-কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দীন মোল্লা (৬০), বেলগাছি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের

সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪০), বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (৪২), বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক (৪২) ও চিৎলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন (৪০)।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। ওই দিন তারা খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, ওই ঘটনায় উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দামুড়হুদায় জামায়াতে ইসলামীর নবনির্বাচিত আমীরের শপথ অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা শাখার নবনির্বাচিত আমীরের শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল ৩টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের আয়োজনে আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ রুমে শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় ২০২৫-২০২৬ বছরে কর্ম পরিষদ সদস্য ও সূরা সদস্য সহ নতুন কমিটির সবাইকে সংগঠনের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রুহুল আমীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনের অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। স্বৈরাচারের দোসররা এখনো আছে। সেগুলোকে একটু পরিবর্তন করা গেলেও গোটা প্রশাসনের নিচের লেবেলে যারা আছে তারা এখনো ঠিকমত কাজ করছেনা। এক জেলায় দূর্নীতি করে আবার নতুন জেলায় গিয়ে নতুন আঙ্গিকে দুর্নীতি করছে। আমরা এর অবসান চাই। কারন আমরা দেশকে ভালোবাসি, দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আমরা আর এদেশকে বর্গীদের হাতে তুলে দিতে চাইনা। আজকের শপথ অনুষ্ঠানে যারা শপথ গ্রহণ করলেন, যারা নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। দুই বছরের কমিটি এই সময়ের মধ্যে যদি আপনারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তাহলে তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হবে।

জামায়াতে ইসলামীর দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আমীর নায়েব আলীর সভাপতিত্বে শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নবনির্বাচিত কমিটির আমীর মোঃ নায়েব আলী, নায়েবী আমীর মাওলানা আব্দুল গফুর, সেক্রেটারী মোঃ আবেদৌলা, সহকারী সেক্রেটারি মোঃ আবুল বাশার, সহকারী সেক্রেটারি মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া।

আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপ প্রয়োগের অভিযোগ এনে ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামীপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ বুধবার (২৭ নভেম্বর) সকালে বারভবনে তারা এ ঘোষণা দেন। ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক এ্যাড. আজিজুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের

বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে চাপ দিচ্ছে। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরাও নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় আমরা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিচ্ছি। আমাদের কোন প্রার্থী বা সমর্থক এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

এ ব্যাপারে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট খায়রুজ্জামান জানান, জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আমি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলাম। গত ২৫ নভেম্বর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। আমি তাদের দাবির বিষয়ে লিখিতভাবে বারকে জানায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কিন্তু বারের পক্ষ থেকে আমাকে কোন সিদ্ধান্ত দিলেন না। নির্বাচন নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমি নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছি। সেকারণে আমি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব থেকে নিজেও পদত্যাগ করেছি। লিখিত পদত্যাগপত্র আমি বারে দাখিল করেছি। এছাড়া আমার সাথে দু’জন সহকারী নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। তারা হলেন এডভোকেট আব্দুল মালেক ও এডভোকেট তারিকুল আলম। তাদের মধ্যে এডভোকেট আব্দুল মালেকও পদত্যাগ করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ নভেম্বর আইনজীবী সমিতি ভবনে নির্বাচনের দায়িত্বরত নির্বাচন কমিশনারের কাছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহবায়ক আবু হুরাইরা ও সদস্য সচিব সাইদুর রহমান ৩ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি লিপি প্রদান করেন। এতে বলা হয় এই নির্বাচনে আওয়ামী পন্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হলে জুলাই বিপ্লবের হাজারো শহীদের রক্তের সাথে বেইমানী করা হবে। তাদের কোন ভাবেই নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে দেওয়া হবে না।

২৮ নভেম্বর ভোটগ্রহণের দিন ধার্য্য ছিল। নির্বাচনে ভোটার রয়েছেন ৩২০ জন। নির্বাচনে বিএনপি জামায়াত ঐক্য পরিষদের সবুজ প্যানেলে ১৭ জন, আওয়ামীপন্থী সম্মিলিত আইনজীবী পরিষদরে লাল প্যানেলে ১৭ জন ও স্বতন্ত্র সাদা প্যানেলে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন।

গাংনীতে দিনব্যাপি “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ অনুষ্ঠিত

“স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে বৈষম্যহীন সমাজ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস আর সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।’

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিস চত্তরে আয়োজিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে এসব কথা বলেন অংশগ্রহণকারী ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তারা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা দিনব্যাপি এই সংলাপের আয়োজন করে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিএফজির উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম’র গাংনী উপজেলা শাখার সূরা সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সংগ্রাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজি আব্দুল লতিফ, বিএনপি নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার

আলী কানন, পিএফজির গাংনী উপজেলা শাখার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কমরেড হাসেম আলী, গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব সাদ্দাম হোসেন, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আকলিমা খাতুন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে” অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম, যশোর অফিসের সমন্বয়ক গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাত্তত্ববোধ বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হলে স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে বন্ধ হবে সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের কিছু ধর্মান্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের ওপর উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। এসব উস্কানিদাতাদের চিহিৃত করে সকলে মিলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষের সম-অধিকার, সুযোগের সমতা ও সমমর্যাদা গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতা অশোক চন্দ্র বিশ্বাস উভয়ই বলেন, ‘সব ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ।

সাম্প্রতিক সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব “স্বারদীয় দূর্গোৎসব” বাংলাদেশের সংকাবিহীনভাবে পালনের উজ্জল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে পূজা

উৎযাপন করেছে। যা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনকল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী দুই ছাত্রনেতা মোজাহিদ ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে।’

ঝিনাইদহ জেলা জাপা’র সভাপতি হলেন মেজর অব: মাহফুজুর রহমান

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে মেজর অব: মাহফুজুর রহমানকে দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের স্বাক্ষরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। রাশেদ মাজমাদারকে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি পদসহ সকল কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ থেকে জেলা জাতীয় পাটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মেজর অব: মাহফুজুর রহমান জেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করবেন।

মেজর অব: মাহফুজুর রহমান জেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহের সাবেক দুই সংসদ সদস্যের অন্তর্বতীকালীন জামিন মঞ্জুর

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দার ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে অন্তর্বতীকালীন জামিন দিয়েছে আদালত। মামলার আগামী ধার্য্য দিন পর্যন্ত তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

তাদের দু’জনের নামেই ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম.এ মজিদের বাসভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলা রয়েছে। এছাড়া তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমির বিরুদ্ধে ১১ বছর আগে জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যা মামলা রয়েছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারকে তার ঝিনাইদহের বাসা থেকে এবং গত ৮ নভেম্বর তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমিকে ঢাকা থেকে র্যাব গ্রেপ্তার করে। এর পর থেকে তারা দু’জনই ঝিনাইদহ জেলা করাগারে ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান তারা দুজনেই কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।